The Financial Express

2 8 NOV 2025

Dhaka to host first-ever Global Sourcing Expo 2025 on Dec 1

FE REPORT

Dhaka is set to host the Global Sourcing Expo 2025 for the first time, scheduled for December 1-3 at the Bangladesh-China Friendship Exhibition Centre (Big Wave) in Purbachal, aiming to showcase Bangladesh's export potential globally and strengthen international business ties.

More than 100 Bangladeshi companies from eight major export sectors -- including ready-made garments, leather and leather goods, jute and jute products, agricultural and agro-processed goods, plastics and kitchenware, home décor and furniture, pharmaceuticals, and ICT -- have already registered to participate.

The three-day expo will feature over 150 exhibition stalls, 10 thematic seminars, and online and offline B2B meetings.

The Export Promotion Bureau (EPB) under the Ministry of Commerce is organising the event.

At a press briefing on Thursday, Mohammad Hasan Arif, vice-chairman and CEO of EPB, provided details of the expo, noting that it will become an annual event in the coming years.

Buyers, investors, and sourcing organisations from countries including Afghanistan, China, Japan, Pakistan, Singapore, and the USA are expected to attend.

newsmanjasi@gmail.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সমকাল
2 8 NOV 2025

৫০টির বেশি দেশে রপ্তানি সিরামিক পণ্য

আবু হেনা মুহিব

সিরামিক সামগ্রীর রপ্তানি খুব সম্ভাবনাময় হলেও এখন পর্যন্ত পরিমাণ খুবই কম। রপ্তানি খুব বেশি নয়। বছরে গড়ে ৫০ থেকে ৫৫ লাখ ডলার। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রপ্তানি কম হয় প্রায় ১৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের এ পর্যন্ত সে ধারাই চলছে রপ্তানি। অর্থবছরের প্রথম চার মাস জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে রপ্তানি কম হয়েছে ৫ শতাংশের মতো।

দেশ থেকে প্রধানত চার ধরনের সিরামিক পণ্য রপ্তানি হয়ে থাকে। সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় সিরামিকের টেবিলওয়্যার, অর্থাৎ টেবিলে পরিবেশনযোগ্য সামগ্রী। যেমন– প্লেট, বাটি, কাপ ও অন্যান্য নন্দন সামগ্রী। সিরামিক সামগ্রীর মোট রপ্তানির ৮৫ শতাংশই এসব থেকে আসে। রপ্তানির অন্য প্রধান পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে সিরামিকের ইট, টাইলস, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস ও সিরামিকের স্যানিটারিওয়্যার।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবির) উপাত্ত থেকে দেখা যায়, ২০২৩-২৪ অর্থবছর রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫৯২ কোটি টাকা। এর মধ্যে টেবিলওয়্যার রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫১৪ কোটি টাকা। স্যানিটারিওয়্যার রপ্তানি হয়েছে প্রায় ৬০ কোটি টাকার। টাইলস রপ্তানি হয়েছে প্রায় ১৭ কোটি টাকার। অন্যদিকে সিরামিক ইট রপ্তানি হয়েছে প্রায় ২ কোটি টাকার।

সিরামিকের রপ্তানির পরিমাণ কম থাকার কারণ জানতে চাইলে উদ্যোক্তা রপ্তানিকারকরা বলছেন, দেশে বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট, হোটেল, রিসোর্টসহ বিনোদন কেন্দ্রে এখন বিদেশি সিরামিক সামগ্রীর পরিবর্তে দেশীয় সামগ্রীর ব্যবহার বেশি হয়ে থাকে। এ ছাড়া গ্যাস সংকটে সক্ষমতার অন্তত অর্ধেক কমেছে উৎপাদন। যে পরিমাণ উৎপাদন তা দিয়ে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর রপ্তানির জন্য আর বিশেষ বাকি থাকে না। রপ্তানিতে কম থাকায় নগদ সহায়তা ৬ শতাংশে নেমেছে। এক সময় ১০ শতাংশ ছিল। এ ছাড়া টাইলস এবং সিরামিক ইট ওজনে ভারী হওয়ায় পরিবহন ব্যয় অনেক। রপ্তানি করলে মুনাফা তেমন হয় না।

> “ সরকারের নীতি-সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে সব মনোযোগ তৈরি পোশাককে ঘিরে। অথচ সিরামিকে মূল্য সংযোজন ৬৫ শতাংশের ওপরে হওয়ার পরও তেমন কোনো সুবিধা পাচ্ছেন না তারা
>
> **মামুনুর রশিদ**, সহসভাপতি, বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন

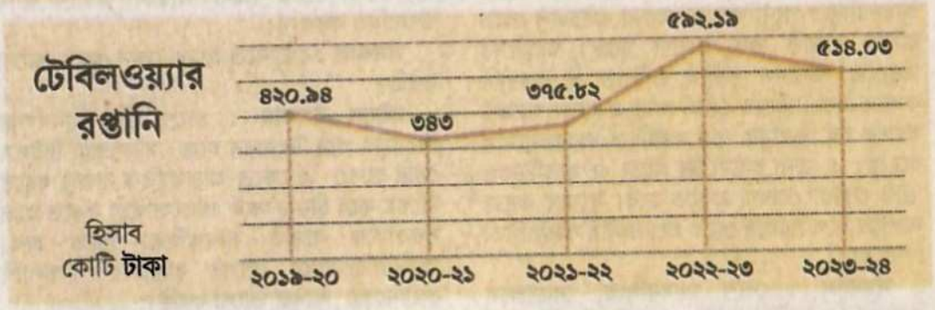

জানতে চাইলে সিরামিক এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিসিএমইএর সহসভাপতি মামুনুর রশিদ গতকাল সমকালকে বলেন, অনেকগুলো কারণে সিরামিকের রপ্তানি কমছে। যেমন– দেশে ব্যাপকহারে চাহিদা বেড়েছে গত কয়েক বছরে। দেশীয় চাহিদা এত বেশি বেড়ে যাওয়ার কারণে রপ্তানিতে মনোযোগ কমছে। আবার গত বেশ কয়েক বছর ধরে গ্যাসের সংকট তীব্র। কোনো কারখানাই সক্ষমতার অর্ধেকের বেশি উৎপাদন করতে পারছে না। ফলে যে পরিমাণ উৎপাদন তা দিয়ে দেশীয় চাহিদা পূরণের পর রপ্তানির সুযোগ কমে আসে। উৎপাদন সক্ষমতা পুরোপুরি কাজে লাগাতে না পারার কারণে উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে। এতে প্রতিযোগী দেশের সঙ্গে টিকতে পারছে না বাংলাদেশের সিরামিকস। টাইলসের মতো ভারী সিরামিক সামগ্রী ওজনে ভারী হওয়ার কারণে পরিবহন ব্যয় বেশি– এ রকম অসংখ্য সমস্যায় সিরামিকের রপ্তানি কমছে। সিরামিকের বিশ্ববাজার একচেটিয়া চীনের দখলে।

পরিমাণে কম হলেও এখনও যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্সসহ পৃথিবী ৫০টির বেশি দেশে বাংলাদেশের সিরামিক পণ্য রপ্তানি হয়ে থাকে। সবচেয়ে বড় বাজার ইতালি। মোট রপ্তানির ২০ থেকে ২২ শতাংশ যায় ইউরোপের দেশটিতে। দ্বিতীয় বড় বাজার জার্মানি। ১৫ থেকে ১৭ শতাংশ রপ্তানি আয় আসে জার্মানি থেকে। তৃতীয় প্রধান বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। মোট রপ্তানি আয়ের ৯ থেকে ১১ শতাংশ আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। সিরামিকের বিশ্ববাজার এখন ১৯০ বিলিয়ন ডলারের মতো। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে যা ৩০৭ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এর মধ্যে প্রধান বাজার যুক্তরাষ্ট্রের হিস্যা ১৭ শতাংশ। টেবিলওয়্যারের সবচেয়ে বড় বাজার চীন। বৈশ্বিক চাহিদার ২৮ শতাংশই এককভাবে চীনের।

রপ্তানি কীভাবে বাড়ানো যায়– এ প্রসঙ্গে বিসিএমইএর সহসভাপতি বলেন, সরকারের নীতি-সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে সব মনোযোগ তৈরি পোশাককে ঘিরে। অথচ সিরামিকে মূল্য সংযোজন ৬৫ শতাংশের ওপরে হওয়ার পরও তেমন কোনো সুবিধা পাচ্ছেন না তারা। এ অবস্থায় রপ্তানি বাড়াতে গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ এবং উপযোগী চাপ নিশ্চিত করতে হবে। সিরামিকের কাঁচামাল আমদানিতে ১৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করতে হবে। এ রকম কিছু নীতি-সহায়তা পাওয়া গেলে উৎপাদন বাড়িয়ে দেশীয় চাহিদার পাশাপাশি রপ্তানি কয়েক গুণ বাড়ানোর সামর্থ্য রয়েছে তাদের।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা
28 NOV 2025

চার দিনব্যাপী সিরামিক এক্সপোর উদ্বোধন

তৈরি পোশাকের পাশাপাশি বিকল্প রফতানি খাত হতে পারে সিরামিক

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি বিকল্প রফতানিকারক খাত হয়ে উঠতে পারে সিরামিক শিল্প। বর্তমানে দেশে সিরামিক টেবিলওয়্যার, টাইলস ও স্যানিটারিওয়্যারের ৭০টির বেশি শিল্প-কারখানা রয়েছে। স্থানীয় বাজারে বছরে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকার সিরামিক পণ্য বিক্রি হয়। গত ১০ বছরে সিরামিক খাতে উৎপাদন ও বিনিয়োগ বেড়েছে প্রায় ১৫০ শতাংশ। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের অর্ধশতাধিক দেশে রফতানি হচ্ছে সিরামিক সামগ্রী। যেখানে বছরে আয় প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। এ শিল্পে রফতানির পাশাপাশি বাড়ছে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগও। সিরামিক খাতের বড় উৎপাদনকারী দেশ চীন ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী। এ শিল্পে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকার অধিক বিনিয়োগ রয়েছে। এখানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার, বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) গতকাল চতুর্থবারের মতো আয়োজিত সিরামিক এক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ খাতের ব্যবসায়ীদের বক্তব্যে এ তথ্য উঠে আসে। দেশের সিরামিক শিল্পকে বিশ্ববাজারে তুলে ধরতে চার দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক এ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএমইএ)।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। তিনি বলেন, 'একটা সময় শতভাগ আমদানিনির্ভর সিরামিক শিল্প আজ বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। এ শিল্পের বিকাশে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করা জরুরি। এছাড়া উৎপাদন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি।'

শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, 'সিরামিক শিল্পের জন্য দেশে উৎপাদিত কোনো কাঁচামাল নেই। তাহলে এ শিল্পকে কীভাবে বড় করব? আমরা কী সুবিধা কাজে লাগাব? আমাদের মানবসম্পদের দক্ষতা, লজিস্টিক, ইউটিলিটি এবং পশ্চাৎ শিল্প ও সম্মুখ সারির ইন্টিগ্রেশন কাজে লাগাতে হবে।'

বাণিজ্য উপদেষ্টা আরো বলেন, 'এ খাতে কর, সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বেশি, তা ঠিক। কিন্তু দেশে কয়টি শিল্প নিয়ম মেনে চলার উদাহরণ দেখাতে পারে, সেটাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। শিল্পগুলো যদি দায়িত্বশীল হয়ে কর পরিশোধ করে ও নিয়ম মেনে চলতে পারে, তাহলে সরকার এ খাতে কর হ্রাসের বিষয়টি বিবেচনা করবে।'

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান হাসান আরিফ বলেন, 'সিরামিক শিল্প দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রফতানিতেও সম্ভাবনা তৈরি করেছে।' তার ভাষায়, গত বছর প্রায় ৩৫ মিলিয়ন ডলারের সিরামিক পণ্য রফতানি করেছে বাংলাদেশ, যা খাতটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকটি পরিষ্কার করে।

পোশাকের পাশাপাশি সিরামিক শিল্পের বিকাশকে ইতিবাচক উল্লেখ করে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত আন্তোনিও আলেসান্দ্রো বলেন, 'সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশ সিরামিক শিল্প উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তৈরি পোশাকের বাইরে নতুন একটি শক্ত খাত হিসেবে সিরামিকের বিকাশ ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হবে।'

রাজধানীর আইসিসিবিতে গতকাল সিরামিক এক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনসহ অতিথিরা ছবি : বিসিএমইএ

সিরামিক খাতের উন্নয়নে সরকারের প্রতি কর কমানোর আহ্বান জানিয়ে বিসিএমইএর সভাপতি মাইনুল ইসলাম বলেন, 'ইতালিতে সিরামিক পণ্যের বাজার ১ বিলিয়ন থেকে বাড়িয়ে ২ বিলিয়ন ইউরো নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে এই খাতে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কর কমানো হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারকেও সিরামিক শিল্পের জন্য এমন উদ্যোগ বিবেচনা করতে হবে।'

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিসিএমইএর জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মামুনুর রশীদ ও আব্দুল হাকিম সুমন, ফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান ইরফান উদ্দীনসহ দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীরা।

এবারের সিরামিক এক্সপোয় বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২৫টি দেশের ১৩৫টি প্রতিষ্ঠানসহ ৩০০টি ব্র্যান্ড অংশ নিচ্ছে। এ মেলায় অংশ নিতে বাংলাদেশে এসেছেন ৫০০ আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি ও বায়ারস। প্রদর্শনীতে ফ্লোর টাইলস, রুফ টাইলস, ওয়াল টাইলস, স্যানিটেশন টাইলসসহ গৃহস্থালি, নির্মাণ ও অন্যান্য সিরামিক পণ্য নিয়ে হাজির হয়েছে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো। তবে প্রদর্শনীতে বিক্রির সুযোগ না থাকলেও ক্রেতাদের অর্ডার করার সুযোগ রয়েছে। আর বেশি পণ্যের অর্ডারে মিলছে অফারও।

মেলায় অংশ নেয়া শাইনপুকুর সিরামিকস লিমিটেডের উপব্যবস্থাপক রওনক ইসলাম টুটুল বলেন, 'শাইনপুকুর অনেক বছর ধরে বাংলাদেশে স্থানীয় পর্যায়ে সিরামিক পণ্য বিক্রির পাশাপাশি রফতানি করছে। এ প্রদর্শনীতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যবসায়িক বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে।'

র‍্যাক সিরামিক ব্র্যান্ডের সহকারী ব্যবস্থাপক আরেফিন হাসিব বলেন, 'সিরামিক পণ্যের ব্যবহার ও ব্যবসা দুটিই বাড়ছে। প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে আমরা নিজেদের পণ্য স্থানীয় ও বিদেশী ক্রেতাদের কাছে তুলে ধরছি। এখানে যেহেতু বিক্রির সুযোগ নেই, তাই পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাদের জানাচ্ছি। কেউ চাইলে সেটা আমাদের কোম্পানি থেকে সংগ্রহ করতে পারবে।'

এই এক্সপোয় সিরামিক ব্র্যান্ড ছাড়াও অংশ নিয়েছে এলপি গ্যাস ও মেশিনারিজ কোম্পানিও। দেশের অন্যতম এলপিজি ব্র্যান্ড ওমেরা পেট্রোলিয়াম লিমিটেডের কর্মকর্তা মাহমুদ এইচ খান বলেন, 'তিতাস পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ করতে পারছে না। সেই জায়গায় এলপিজি বিকল্প হিসেবে কাজ করছে। এখানে ওমেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সিরামিক শিল্পে আমরা গ্যাস সরবরাহ করে যাচ্ছি।'

The Daily Star

2 8 NOV 2025

Businesses should unlock ceramic export potential: adviser

Four-day Ceramic Expo Bangladesh begins in Dhaka

STAR BUSINESS DESK

Commerce Adviser Sk Bashir Uddin has urged businesses to fully tap into the country's growing ceramic industry and transform it into a stronger export-oriented sector.

He made the call while inaugurating the Ceramic Expo Bangladesh 2025 as the chief guest at the International Convention City Bashundhara in Purbachal, Dhaka yesterday, according to a press release.

More than 70 factories producing tableware, tiles, sanitary ware, and other ceramic products are currently operating in Bangladesh.

The domestic market for these items stands at around Tk 8,000 crore annually. Production and investment in the industry have surged by nearly 150 percent over the past decade.

Bangladesh now exports ceramic products to over 50 countries, earning approximately Tk 5 billion a year. Overall investment in the sector has exceeded Tk 18,000 crore, while nearly five lakh people are employed directly and indirectly.

Commerce Adviser Sk Bashir Uddin visits a stall after inaugurating the "Fourth Ceramic Expo 2025" at the International Convention City Bashundhara in Purbachal, Dhaka yesterday. PHOTO: BCMEA

Calling for constructive engagement from the business community, the adviser said, "Not just complaints, but come up with logical, acceptable, and realistic proposals. The government is supportive of you. We are obliged to ensure your facilities. But it must be based on fair and standard industrial conduct."

He added that the country's shifting political landscape has made it clear that "connection-based business" will no longer be effective. "The time is now for skills, competence, and technology," he said.

The adviser also questioned why the ceramic industry has not achieved export prominence similar to the ready-made garment sector, which grew rapidly within a decade.

"Because we still have challenges in sustainable cost competitiveness, design innovation, logistics efficiency, productivity, and energy management. We need to identify these and move towards realistic solutions," he added.

Organised by the Bangladesh Ceramic Manufacturers and Exporters Association (BCMEA), the four-day fair will run until November 30.

A total of 135 organisations and 300 brands from 25 countries, including Bangladesh, are participating in the expo. Around 500 international representatives and buyers from the sector are also attending.

Ceramic Expo Bangladesh 2025, one of the largest ceramic exhibitions in Asia, will feature three seminars, a job fair, business-to-business (B2B) and business-to-consumer (B2C) meetings, live demonstrations, spot orders, raffle draws, and new product launches.

The fair will remain open to visitors from 10am to 6pm daily.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

2 8 NOV 2025

US becomes Bangladesh's 2nd-largest trading partner

Bilateral trade surges in recent months, reshaping long-standing trade hierarchy

JASIM UDDIN HAROON

The United States has recently emerged as Bangladesh's second-largest trading partner, driven by a notable expansion in bilateral trade with the world's largest economy.

Officials familiar with the development say the shift may be linked to successful negotiations between Dhaka and Washington, during which Bangladesh pledged to increase imports from the US to help narrow the trade gap.

This surge marks a temporary reshuffle in Bangladesh's traditional trade structure, long dominated by China, with India usually holding second place.

Recent data, however, indicate a temporary shift in this long-established pattern.

According to the latest figures from the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), the US moved into second place in August, with total trade exceeding US$ 1.0 billion for the month.

This marginally surpassed India, which stood at $ 973 million. China remained firmly in first place, recording $ 2.0 billion in total trade.

The trends in July and June were more conventional, with India retaining second place and the US ranking third.

However, the US had already briefly climbed to second position in May 2025, with total trade amounting to $ 1.17 billion, compared with India's $ 1.05 billion, while China led with $ 2.31 billion.

Economists and business leaders have attributed the recent rise in US-Bangladesh trade to stronger bilateral flows, driven by higher Bangladeshi exports and increased import volumes from the American market.

They also highlighted the positive impact of renewed trade engagements with the Trump administration, which eased certain barriers and improved market access for both countries.

While China's dominance remains largely uncontested, experts say the growing US footprint signals a gradual diversification of Bangladesh's external trade relationships.

Earlier in April, the US imposed higher tariffs on many countries due to concerns over its widening trade deficit.

Bangladesh faced a 37-percent tariff, which was suspended for three months from April 9. On July 31, the rate was reduced to 20 per cent.

Masrur Reaz, chairman of Policy Exchange Bangladesh, said exports to the US surged sharply in May, when Bangladesh shipped goods worth $ 914 million while importing only $ 260 million.

By August, the trade dynamics had shifted somewhat, reflecting higher import volumes from the US, he added.

Bangladesh is currently importing key food staples, mainly wheat, from the American market.

jasimharoon@yahoo.com

A TEMPORARY RESHUFFLE IN TOP TRADING PARTNERS

BILATERAL TRADE (In billion US dollar)

CHINA REMAINS FIRMLY NO. 1

REASONS FOR SHIFTING

- Bangladesh pledged to buy more US goods
- RMG and other goods exports surged to **$914m** in May 2025
- US tariff on Bangladesh cut from 37% to **20%** on July 31

TRADE COMPOSITION

BANGLADESH TO US: Apparel, home textiles, leather goods

US TO BANGLADESH: **Wheat**, agricultural products, machinery

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
.....
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো